



221820 - সাইনোসাইটসি রোগের কারণে নঃসরতি নাকেরে শ্লেষ্মা রোযার কোন ক্ৰতি কৰবে না

প্রশ্ন

রোযা অবস্থায় সাইনোসাইটসি রোগীর পটেরে ভতেরে নাকেরে শ্লেষ্মা চলে গেলে তার রোযার হুকুম কী? একই রোগী যদি নাকে রক্তসহ ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং তার মুখে রক্তেরে স্বাদ পায় সক্ষেত্রে হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলমেগণ সকলে এই মর্মে একমত যে, যদি কফ ও শ্লেষ্মা রোযাদারেরে পটেরে ভতেরে চলে যায়, রোযাদার এটাকে ফলে দিতে না পারে এক্ষত্রে তার রোযা নষ্ট হবে না। কারণ এটি রোযাদারেরে অনচ্ছা সত্বেও ভতেরে ঢুকে গেছে।

শাইখ যাকারিয়া আল-আনসারী আল-শাফয়ী (রহঃ) বলেন:

“যদি শ্লেষ্মা মুখ থেকে কিংবা নাক থেকে নজিহে রোযাদারেরে পটে চলে যায়, রোযাদার সটো ফলে দিতে না পারে সক্ষেত্রে ওজররে কারণে সে ব্যক্তির রোযা ভাঙবে না।”[‘আসনাল মাতালবি’ (১/৪১৫) থেকে সমাপ্ত]

আর যদি রোযাদার ফলে দিতে সক্ষম হওয়া সত্বেও গলি ফলে তবে কিছু কিছু আলমেরে মতে, যমেন ইমাম শাফয়েরি মতে রোযা ভেঙে যাবে। আর ইমাম আবু হানফি, মালকে ও (এক বর্ণনা অনুযায়ী) ইমাম আহমাদ এর মতানুযায়ী রোযা ভাঙবে না। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[দখুন: ‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া’ (৩৬/২৫৯-২৬১)]

ইবনে নুজাইম আল-হানাফি (রহঃ) বলেন:

“যদি শ্লেষ্মা রোযাদারেরে মাথা থেকে নাকে প্রবশে করে, এরপর রোযাদার ইচ্ছাকৃতভাবে সটোক নাক দিয়ে টেনে নিয়ে এবং সটো গলার ভতেরে চলে যায় সক্ষেত্রে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কনেনা শ্লেষ্মা থুথুর পর্যায়ভুক্ত...”[‘আল-বাহরুর রায়কে শারহু কানযদি দাক্বায়কি’ (২/২৯৪) থেকে সমাপ্ত]

মালকৌ মাযহাবেরে আলমে নাফরায়ী (রহঃ) বলেন:

“কফ বুক থেকে জহ্বার মাথায় বরে হয়ে আসে এবং গলি ফলে এতে তার উপর কাযা অপরহিরয হবে না; এমনকি সে যদি এটা ফলে দিতে সক্ষম হয় তবুও। একই ধরণেরে বধিান শ্লেষ্মার ক্ৰত্রেও প্রযোজ্য। শ্লেষ্মা যদি জহ্বায় চলে আসে



এবং সটোকো গলিফে ফলে এতে করে কাযা পালন করা অপরহিরয হবো না।”[“আল-ফাওয়াকহি আদ-দাওয়ানি” (১/৩০৯) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

“যদি শ্লেষ্মা মুখে না আসে অর্থাৎ অনুভব করে যে, সটো মস্তযিক থেকে নরিগত হয়ে পটে চলে গিয়েছে সকেষতেরে এটি রোযা ভঙ্গ করবো না। কনেনা এটি দহেরে বর্হি অংশে পটৌছে নাই। মানুষেরে মুখ শরীরেরে বর্হি অংশেরে পরযায়ভুক্ত। যদি মুখে পটৌছার পর গলিফে ফলে সকেষতেরে রোযা ভঙ্গে যাবে। আর যদি মুখে না পটৌছে তাহলে সটো দহেরে অভযন্তরে থাকার পরযায়ভুক্ত। তাই রোযা ভঙ্গ করবো না।

এ মাসযালায় অপর একটি মিত রয়েছে। সটোই হচ্ছো, যদি শ্লেষ্মা মুখে পটৌছে এবং সটোকো গলিফে ফলে তবুও এটা রোযা ভঙ্গ করবো না। এটাই অগ্রগণ্য অভমিত। কনেনা, এটি মুখ থেকে বরে হয়নি। এটোকো গলিফে ফলো পানাহার হিসিবে গণ্য হবো না।”[“আল-শারহুল মুমতী” (৬/৪২৪)]

সারকথা: সাইনোসাইটিসেরে কারণে শ্লেষ্মা, রক্ত বা এ জাতীয় যসেব প্রতক্রিয়া ঘটে সসেবেরে কারণে আপনার রোযা নষ্ট হবো না। কনিত্র, আপনি যদি এগুলো বরে করে ফলে দতিে পারনে রোযা পালনরে সতর্কতাস্বরূপ সটো করা ভাল।

আমরা আল্লাহর কাছো দোযা করছি তিনি যনে আপনাকে সুস্থ করে দনে ও রোগ মুক্ত করনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।